প্রথম আলো

তারিখ 22 FEB 2010
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৪

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থী না থাকলেও শিক্ষক ৮৭ জন অর্ধযুগে ক্ষতি সাড়ে ৭ কোটি টাকা

আরিফুর রহমান ●

কার্যপরিধি অনুযায়ী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ও সহকারী অধ্যাপকদের শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পান ৭২ জন শিক্ষক। অপ্রয়োজনীয় এসব শিক্ষকের পেছনে ২০০৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০০৯ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বেতন-ভাতা বাবদ বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ হয়েছে প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা।

লেখাপড়া না থাকলেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন ৮৭ জন শিক্ষক। শিক্ষকতার পরিবর্তে তাঁদের প্রায় সবাই খাতা দেখা, বিভিন্ন কলেজে শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা নেওয়া এবং পরিদর্শনের কাজ করেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সাম্প্রতিক এক তদন্ত প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতাহীন এসব শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য অর্জনে কোনো ভূমিকাই রাখতে পারছেন না।

অপ্রয়োজনীয় শিক্ষক ছাড়াও বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢালাওভাবে অপ্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ দেওয়া হয়। আফতাব আহমাদ দুই বছরে এক হাজার ২২২ জন জনবল নিয়োগ দেন। অথচ তাঁর যোগদানের সময় ২০০৩ সালের পয়লা নভেম্বরে মোট জনবল ছিল ৬২৮ জন। তদন্ত প্রতিবেদন বলছে, বিগত জোট আমলে এভাবে অপ্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের কারণে গত পাঁচ বছরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক ক্ষতিই হয়েছে প্রায় দেড় শ কোটি টাকা।

২০০৩ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা ছিল এক হাজার ৪৩৬টি। ২০০৫ সালের অধিভুক্ত কলেজের সংখ্যা ১৩২টি বেড়ে দাঁড়ায় এক হাজার ৫৬৭টিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের পরিধি যেটুকু বেড়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে দুই বছরের ব্যবধানে প্রায় এক হাজার ২০০ জনবল নিয়োগের যৌক্তিকতা নিয়ে তদন্ত কমিটি প্রশ্ন তুলেছে।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, ২০০৫ সালের জুলাই থেকে ২০০৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত চার বছরে বেতন-ভাতায় অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে প্রায় ৮০ কোটি টাকা পরিবহন খরচ, বিনোদন ভাতাসহ অন্যান্য খাতে এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৫

শিক্ষার্থী না থাকলেও শিক্ষক ৮৭ জন, অর্ধযুগে ক্ষতি সাড়ে ৭ কোটি টাকা

শেষ পৃষ্ঠার পর

আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ১৫০ কোটি টাকা।

এ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বলেন, এ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ পর্যন্ত জনবলকাঠামো হয়নি। এই সুযোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অধিকাংশ নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে।

তদন্তে দেখা গেছে, আফতাব আহমাদের সময় দুটি পত্রিকায় (*দি ইনডিপেনডেন্ট* ও *আজকালের খবর*) ভুয়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিয়োগ সম্পন্ন করলেও পরবর্তী সময়ে দেখা গেছে ওই সব পত্রিকায় বিজ্ঞাপনই প্রকাশিত হয়নি।

এসব বিষয়ে গাজীপুর-১ আসনের সাংসদ আ ক ম মোজাম্মেল হক সংসদের প্রথম অধিবেশনে জনগুরুত্বসম্পন্ন নোটিশ দেন। পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিঠির আলোকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভা থেকে বিষয়টি তদন্তের সিদ্ধান্ত হয়।

লোম বাছতে কম্বল শেষ হবে: তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শাখা কর্মকর্তা নিয়োগ পাওয়ার ছয় মাসের মাথায় উপ-রেজিস্ট্রার সমমর্যাদার জ্যেষ্ঠ প্রোগ্রামার হয়েছেন। এই পদে পদার্থ/ইলেকট্রনিকস/কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতকসহ (সম্মান) স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকার শর্ত থাকলেও ওই কর্মকর্তা ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী।

উপ-রেজিস্ট্রার হওয়ার শর্ত কর্মরত পদে ন্যূনতম পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিজীবন ১০ বছর হতে হবে। কিন্তু ২০০৪ সালে পাঁচটি ইনক্রিমেন্টসহ যোগদান করা একজন কর্মকর্তাকে বিস্ময়করভাবে ২০ দিনের মাথায় উপ-রেজিস্ট্রার হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

২০০৪ সালের ৫ জানুয়ারি সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) পদের জন্য যোগ্যতা চাওয়া হয় সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, সাংবাদিকতা পেশায় অথবা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে অথবা সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় জনসংযোগ কর্মকর্তা হিসেবে দুই বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কিন্তু ওই পদে পাঁচটি ইনক্রিমেন্টসহ এমন একজন প্রার্থী নিয়োগ পান, যাঁর আবেদনের যোগ্যতাই ছিল না।

অন্যদিকে প্রভাষক পদের কোনো কাজ না থাকলেও প্রাণিবিদ্যা বিভাগে একজন প্রভাষককে অস্থায়ী নিয়োগের সময় তিনটি ও স্থায়ী নিয়োগের সময় আরও তিনটি ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয়। প্রাণিবিদ্যা বিভাগে অস্থায়ী নিয়োগ দেওয়ার সময় একজন শিক্ষককে অতিরিক্ত পাঁচটি ও স্থায়ী নিয়োগের সময় আরও তিনটি ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার নজিরও রয়েছে।

আফতাবের মেয়াদের আগেও শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ ছিল। ১৯৯৮ সালের ৩১ আগস্ট ছয় মাসের জন্য সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন শাখা কর্মকর্তাকে ২০০০ সালের ৩০ জানুয়ারি ফাইল নোটের মাধ্যমে প্রভাষক (শিক্ষা) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। জাল ও ভুয়া সনদ দিয়ে চাকরি নিয়েছেন মর্মে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বর্তমানে গাজীপুর দায়রা জজ আদালতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। ওই প্রভাষকও নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষক ও কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কমপক্ষে অর্ধডজন মামলার বাদী।

শিক্ষকদের বক্তব্য: গত ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ জন শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কাছে শিক্ষকদের দায়িত্ব, অধিকার ও মর্যাদা বিষয়ে একটি স্মারকলিপি দিয়েছেন। এতে শিক্ষকদের পদোন্নতি দেওয়া, একাডেমিক কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা, গবেষণা কাজের স্থবিরতা দূর করাসহ বিভিন্ন দাবি জানানো হয়। স্মারকলিপিতে ছাত্রছাত্রীবিহীন ক্যাম্পাসে ৭২ জন শিক্ষক অপ্রয়োজনীয় বলে তদন্ত কমিটির মন্তব্য অমূলক ও উদ্দেশ্যমূলক বলে মন্তব্য করেন ওই সব শিক্ষক।

অপ্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি: জনসংযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর থাকা সত্ত্বেও আফতাব আহমাদ তথ্য, পরামর্শ ও নির্দেশনা নামে প্রায় একই রকম আরেকটি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করেন। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন শাখা ও সংস্থাপন অধিশাখার কাজ দেখার জন্য মানবসম্পদ দপ্তর নামে অপ্রয়োজনীয় বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। গ্রন্থাগার দপ্তরের জনবল যথেষ্ট থাকার পরও 'একাডেমিক সাপোর্ট ইউনিট' নামে আরেকটি অপ্রয়োজনীয় দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সরাসরি শিক্ষার্থী না থাকা সত্ত্বেও 'শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ইউনিট' নামে পৃথক একটি দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ছাড়া সহযোগী রেজিস্ট্রার ও সমমান, সিনিয়র সহকারী রেজিস্ট্রার ও সমমান জাতীয় কিছু মধ্যবর্তী পদ সৃষ্টি করা হয়। এসব পদ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন স্বীকৃত নয়।

এদিকে প্রয়োজন না থাকলেও নিয়োগ করা বিপুলসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাজ দিতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ভেঙে দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কিন্তু ওই কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়টি না ভেঙে এটার বিকেন্দ্রীকরণসহ বিভিন্ন উপায়ে বাড়তি জনবল কাজে লাগানোর সুপারিশ করে। গত প্রায় এক বছরে সেই কাজ শুরু করতে পারেনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়।

এসব বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ *প্রথম আলোকে* বলেন, বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের আমলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্লজ্জভাবে দলীয়করণ করা হয়েছে। নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করেই অপ্রয়োজনীয় ও অযোগ্য জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। তিনি জানান, যাঁরা অনিয়মের মাধ্যমে নিয়োগ পেয়েছেন, অধিকতর তদন্ত ও প্রমাণসাপেক্ষে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তদন্ত প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য তোফায়েল আহমদ চৌধুরী বলেন, কমিটি কার্যবিধি অনুযায়ী তদন্ত করেছে। প্রতিবেদনে কোনো ধরনের সুপারিশ করা হয়নি। এক প্রশ্নের জবাবে সহ-উপাচার্য বলেন, এক হাজার ২২২ জনের সবার নিয়োগ সমান প্রশ্নবিদ্ধ নয়। তবে কিছু নিয়োগে অনিয়ম খুবই গুরুতর।